আজকের কাগজ

২১

তারিখ 23 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

৯

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক সমিতির সাক্ষাৎ নিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুঞ্জন

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা চিকিৎসার জন্যে বিদেশে স্বল্পকালীন ছুটিতে গেলে অন্য কাউকে উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপক গুঞ্জব ওঠেছিলো। এমন কথাও শোনা গিয়েছিলো যে, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সরকারি দায়িত্ব দিয়ে বিদেশে পাঠানো হবে। সম্ভাব্য উপাচার্য পদপ্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিভিন্নমুখী তৎপরতা এ সংক্রান্ত রটনার পটভূমি সৃষ্টি করেছে।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা সুস্থ হয়ে গত ১৯ মে দেশে ফিরেছেন। গত ২০ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি ইস্ট লন্ডন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের আইন বিভাগের শিক্ষক জেরেমি রচির সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হয়েছেন।

এদিকে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা অনুপস্থিত থাকাকালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এস এম এ ফয়েজ কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাতকালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সভাপতি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া '৮৬ সালের 'প্রহসনের নির্বাচনে' অংশ না নেয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাস' দমনে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকালে শিক্ষক সমিতি নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কথা আলোচনা করলেও প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত সরকারি পদক্ষেপ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার '৮৬-র নির্বাচনে অবস্থান গুরুত্ব পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকমহলে নানামুখী গুঞ্জন উঠেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে, কার্যকরী পরিষদের একটি আহবান করে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছিলো। শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন নেতারা জানিয়েছেন, সভাপতির বক্তব্য আলোচনার রূপরেখার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। অভিযোগকারী শিক্ষক নেতারা মনে করেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসদমনে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন, সুতরাং সন্ত্রাসদমনে বর্তমানে গৃহিত পদক্ষেপকে শিক্ষক সমিতি সকল নেতা কার্যকরী মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে শিক্ষক নেতারা অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, সরকারি দলের ছত্রছায়ায় যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন তারা কখনো গ্রেফতার হলেও দ্রুত ছাড়া পাচ্ছেন। '৮৬-র নির্বাচনকে প্রহসনমূলক বলা বা খালেদা জিয়া তাতে অংশ না নিয়ে আপোষহীন ছিলেন বলাকে শিক্ষক সমিতির মতো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পক্ষে 'অনুচিত রাজনৈতিক বক্তব্য' বলে মনে করছেন অনেক শিক্ষক নেতা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে শিক্ষক সমিতির সভাপতির বিতর্কিত বক্তব্য সম্পর্কে শিক্ষক নেতারা কেউ কেউ জানতে চাইলে, অধ্যাপক ফয়েজ উল্লিখিত বক্তব্য দেননি বলে মন্তব্য করেন। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কোনো প্রতিবাদও তিনি জানাননি। শিক্ষক নেতারা কেউ কেউ বর্তমান সমিতির সভাপতির সরকারি ঘনিষ্ঠতা অর্জনের প্রচেষ্টা হিসেবে ঘটনাবলীকে চিহ্নিত করেছেন। একই সঙ্গে উপাচার্য পদের সম্ভব্য উত্তরাধিকারী হওয়ার লবিং জোরদার করবার প্রয়াস হিসেবেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি কাজে লাগানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, সরকারের উচ্চ মহলে কোনো আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের আগে শিক্ষক সমিতির সচরাচর সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়, যা এক্ষেত্রে করা হয়নি। তাছাড়া উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞার স্বল্পকালীন অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদলের প্রভাবশালী নেতারাসহ শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি দলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানকেও ইঙ্গিতবহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।